রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৭, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৩৬-আইন/২০২১/১২৫/কাস্টমস।—Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ব্যবস্থার যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি পক্ষ, সেই সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অনুমোদিত ব্যক্তি"** অর্থ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের ঘোষণা, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট গ্যারান্টি বা কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি দাখিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং বিধিমালার অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো শিপিং এজেন্ট বা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট বা ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(খ) **“আইন”** অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(গ) **“এজেন্ট”** অর্থ আইনের section 2 এর clause (a) এ সংজ্ঞায়িত agent;

(ঘ) **“কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম”** অর্থ আইনের section 2 এর clause (ii) এ সংজ্ঞায়িত Customs Computer System;

(ঙ) **“কাস্টমস ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা”** অর্থ কোনো দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা এবং কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিলতব্য বা দাখিলকৃত ঘোষণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **“কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি”** অর্থ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের বিপরীতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি বা অঙ্গীকারনামা;

(ছ) **“কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ”** অর্থ আইনের section 197A এর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত customs control;

(জ) **“কাস্টমস স্টেশন”** অর্থ আইনের section 2 এর clause (k) এ সংজ্ঞায়িত customs station;

(ঝ) **“বোর্ড”** অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President’s Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঞ) **“বৃহৎ আকৃতির পণ্য”** অর্থ ৪০ ফুট × ৮ ফুট × ৯ ফুট বা তাহার অধিক আয়তন বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যাহা কন্টেইনারজাতকরণের জন্য যোগ্য নহে;

(ট) **“যানবাহন”** অর্থ আইনের section 2 এর clause (g) এ সংজ্ঞায়িত Conveyance;

(ঠ) **“শুল্ক-কর”** অর্থ আইনের অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য Customs Duty, Regulatory Duty, Countervailing Duty, Anti-Dumping Duty, Safeguard Duty এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য মূল্য সংযোজন কর, আগাম কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য অগ্রিম আয়কর;

(ড) **"সমন্বিত গ্যারান্টি"** অর্থ এইরূপ গ্যারান্টি যাহা একই অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক একাধিক কাস্টমস ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কাস্টমস শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে বা পণ্যচালান ছাড়করণের পরেও গ্যারান্টি অবমুক্ত না করিয়া পরবর্তী পণ্যচালানের জন্য তাহা অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য গ্যারান্টি; এবং

(ঢ) **"স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)"** অর্থ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির অধীন পণ্যের ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট রুট।**—সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ উল্লিখিত অনুমোদিত সড়ক, রেল, নৌপথ ও আকাশ পথে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহন করিতে হইবে।

৪। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট মেয়াদ।**—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের মেয়াদ হইবে কোনো ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর (port of entry) ত্যাগ করিবার পর হইতে ৭ (সাত) দিন।

(২) কোনো দৈব-দুর্বিপাক (act of God) বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে অনুমোদিত ব্যক্তি বিলম্বের কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হইবার পূর্বেই লিখিত আবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো দৈব-দুর্বিপাক বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্ধারিত সময়ে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গত সময় মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৫। **ফি এবং চার্জসমূহ।**—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া বা বাংলাদেশের কোনো বন্দর ব্যবহার করিয়া পরিচালিত সকল ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত হারে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ফি এবং চার্জ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি ও চার্জের তালিকা সকলের জন্য সহজলভ্য পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে হইবে।

৬। **নিষেধাজ্ঞা**।—এই বিধিমালার অধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট করা যাইবে না, যথাঃ—

(ক) আইনের section 15 এর অধীন আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য;

(খ) অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক পদার্থ;

(গ) মদ, মদ জাতীয় পানীয় ও মাদকদ্রব্য;

(ঘ) বিপদাপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু;

(ঙ) পারমাণবিক এবং তেজস্ক্রিয় সামগ্রী;

(চ) সকল ধরনের বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ;

(ছ) বিষাক্ত ও Hazardous chemical;

(জ) ব্যাগেজ;

(ঝ) ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্য; এবং

(ঞ) বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য।

৭। **রসদ ও ভাণ্ডার সামগ্রী**।—বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া দেশের বাহিরে ট্রানজিটের বা ট্রানশিপমেন্টের উদ্দেশ্যে গমনাগমনকারী যানবাহনে নিম্নবর্ণিত রসদ ও ভাণ্ডার সামগ্রীর উপর কোনো শুল্ক-কর প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ—

(ক) ব্যক্তিগত পোশাক;

(খ) বিছানা (সর্বোচ্চ তিনটি);

(গ) গাড়ীর চালক ও সহকারীগণের জন্য ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর সময় প্রয়োজনীয় যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের প্রস্তুতকৃত খাদ্য;

(ঘ) জ্বালানি ট্যাংকে রক্ষিত জ্বালানি; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট যানবাহনের টুলবক্স।

৮। **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান**।—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কিছু উল্লেখ না থাকিলে, যানবাহনের ক্ষেত্রে এজেন্ট কর্তৃক প্রযোজ্য ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) যানবাহন উৎস দেশের সর্বশেষ বন্দর ত্যাগ করিবার পূর্বেই কার্গো ঘোষণা বা ডেলিভারি অর্ডার ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কার্গো ঘোষণা এবং ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করিতে হইবে এবং এইরূপ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যানবাহন বন্দর ত্যাগ করিবে না।

(৪) সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম চালু না হওয়া পর্যন্ত বা কম্পিউটার সিস্টেমে ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট মডিউল সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও তাহার অধীন প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা অনুরূপ দলিলাদিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফরম্যাটে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের ঘোষণা প্রদান করা যাইবে এবং তাহা যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৯। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহণ**।—(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে পণ্য কন্টেইনার বা ট্যাংকার বা জাহাজের আবদ্ধ খোল বা আবদ্ধ ট্রাকে এইরূপে পরিবহণ করিতে হইবে যেন উহা ইলেকট্রনিক সিল ও লক দ্বারা সিল করা সম্ভব হয় এবং সংশ্লিষ্ট যানবাহনের সহিত পরিবাহিত পণ্য সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকিতে হইবে।

(২) কন্টেইনারজাত করিয়া পরিবহণযোগ্য নয় এইরূপ বৃহৎ আকৃতির পণ্যের ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট এই সকল ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট গ্যারান্টি**।—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য চালানের রাজস্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং অন্যবিধ অনিয়মের আশঙ্কা রোধকল্পে প্রতিটি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক হইতে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ উল্লিখিত কাস্টমস বন্ড বা লেটার অব গ্যারান্টি বা অঙ্গীকারনামা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৈধ গ্যারান্টি হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(৩) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষেত্রমত, কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টির অবমুক্তি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) আইনের বিধান অনুসরণপূর্বক একই অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট কর্তৃক একাধিক ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত গ্যারান্টি দাখিলের সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

(৫) সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিপালনের রেকর্ড রহিয়াছে এবং পূর্ববর্তী বৎসরে অন্যূন ২০ (বিশ) টি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালান ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ কোনো অনুমোদিত ব্যক্তি যদি অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনারের নিকট আবেদন করেন, তাহা হইলে তাহাকে সমন্বিত গ্যারান্টি প্রদানকারী হিসাবে অনুমোদন প্রদান করা যাইবে।

(৬) কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি সম্পর্কিত সকল বিধান কাস্টমস ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকলের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে।

১১। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট কার্গো পরিদর্শন**।—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, সকল কন্টেইনারজাত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস কর্তৃক স্ক্যানিং করিতে হইবে এবং স্ক্যানিং ইমেজ বিশ্লেষণে সন্দেহজনক কোনো পণ্যের উপস্থিতি প্রতীয়মান হইলে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) কন্টেইনারজাত নহে এইরূপ পণ্য চালানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম কর্তৃক কার্গো ঘোষণায় (মেনিফেস্ট) প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষার জন্য পণ্যচালান নির্বাচন করিতে হইবে।

(৩) কোনো অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসে স্ক্যানার এবং এইরূপ কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর না থাকিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উচ্চ ঝুঁকির ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য চালানসমূহ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিবেন।

(৪) কন্টেইনারজাত নহে এইরূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পণ্য চালানের সংখ্যা শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ এর অধিক হইবে না।

(৫) কাস্টমস কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে পণ্যচালান নির্বাচনপূর্বক কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা যাইবে।

(৭) কোনো ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঐ পণ্যচালানের কায়িক পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে।

১২। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টকালীন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতি**।—সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা ক্ষেত্রমত, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মনোনীত যথোপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য এক যানবাহন হইতে অপর যানবাহনে স্থানান্তর করিতে হইবে।

১৩। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান সিলকরণ**।—(১) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের নিরাপত্তা এবং যথাযথ কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী সকল কন্টেইনার, ট্যাংকার, কাভার্ড ভ্যান বা আবদ্ধ জাহাজের খোলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিপিএস ট্র্যাকার বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক সিল ও লক সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ইলেকট্রনিক সিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরস্থ কাস্টমস প্রস্থান বন্দর ত্যাগ করিবার পূর্বে ইলেকট্রনিক সিল ও লক অপসারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান নিযুক্তকরণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর হইতে প্রস্থান বন্দর পর্যন্ত পরিবহণকালীন প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস এসকর্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে।

১৪। **অনিবার্যকারণে পথিমধ্যে (En-route) যানবাহন স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রম**।—(১) বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন নষ্ট হইলে বা যানবাহনটি দুর্ঘটনায় পতিত হইলে উক্ত স্থান যে কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রাধীণ সেই কমিশনারেটের কমিশনারকে অবিলম্বে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত কমিশনার যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ সংখ্যক এসকর্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত এসকর্ট কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে পণ্য এক যানবাহন হইতে অন্য যানবাহনে স্থানান্তর করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট যানবাহনে পুনরায় ইলেকট্রনিক সিল ও লক সংযোজন করিতে হইবে।

১৫। **আন্তঃসংস্থা সমন্বয়**।—ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য ছাড়করণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের উদ্দেশ্যে এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মদিবস ও কর্মঘণ্টা, কর্মপদ্ধতি এবং স্থাপনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

১৬। **জাতীয় ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সমন্বয়কারী নিয়োগ**।—ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রশ্নাবলি ও প্রস্তাব নিস্পত্তিকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বোর্ড একজন কাস্টমস কমিশনারকে জাতীয় ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করিবে এবং সকল ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দরের একজন করিয়া কর্মকর্তা প্রদান সমন্বয়কারীকে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৭। **সুনির্দিষ্ট ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের এসকর্ট প্রদান**।—সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, উচ্চ ঝুঁকির পণ্য বা নিয়ন্ত্রিত পণ্যবাহী ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত মনে করিলে এসকর্টের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৮। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সংশ্লিষ্ট বন্দর বা স্টেশন পরিবর্তন**।—অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট কর্তৃক যথাযথ কারণ উল্লেখ করিয়া কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইলে, ক্ষেত্রমত, ঘটনা পরবর্তী (Ex Post Facto) অনুমোদন এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংশোধনের শর্তে প্রস্থান বন্দর পরিবর্তন করা যাইবে।

১৯। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পদ্ধতি**।—বোর্ড প্রতিটি পৃথক চুক্তি ও তদধীন প্রণীত প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা অনুরূপ দলিলাদির ভিত্তিতে বা এই বিধিমালার বিধানসমূহের অধীন পৃথক পৃথক অফিস আদেশের মাধ্যমে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাস্টমস প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবে।

২০। **দণ্ড**।—এই বিধিমালায় বর্ণিত কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে উহা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট একক বা যৌথভাবে উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী দণ্ড আরোপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd